ঢাবিতে হলের কক্ষ দখল নিয়ে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হাজী মুহাম্মদ মুহসীন হলে কক্ষ দখলকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে চার শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে একজন এখনো হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বলে জানা গেছে।

রবিবার (১৩ আগস্ট) দিবাগত সাড়ে ১২টার দিকে মুহসীন হলের ৫৪০ নম্বর কক্ষকে কেন্দ্র করে এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

সংঘর্ষে হল ছাত্রলীগের সহসভাপতি রাফিন হাসান, সহসম্পাদক তামজিদ আরমিন মোবিন, মাসুদ শিকদার ও ১৮-১৯ সেশনের আবু বকর সিদ্দিক আহত হয়েছেন।

তাদের মধ্যে রাফিন হাসানের মাথা ফেটে যায়। তিনি বর্তমানে চিকিৎসাধীন।

সংঘর্ষে যুক্ত অন্য সদস্যরা হলেন, হল শাখা ছাত্রলীগের উপদপ্তর সম্পাদক সাব্বির হোসেন খোকা, উপপ্রচার সম্পাদক সোহানুর রহমান, আইন সম্পাদক রাকিবুল হাসান শিশির, সাংগঠনিক সম্পাদক আওলাদ হোসেন ও মো. আব্দুল্লাহ।

তারা সবাই ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাদ্দাম হোসেনের অনুসারী হিসেবে পরিচিত।

জানা যায়, হলের ৫৪০ নম্বর রুমে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক তানভীর হাসান সৈকতের অনুসারীরা থাকতেন। রাত ১২টার দিকে ওই রুমের শিক্ষার্থীরা খাবার খেতে বের হলে সাদ্দাম হোসেনের অনুসারীরা তালা ভেঙে রুম দখল করার চেষ্টা করেন। এ সময় সৈকতের অনুসারীরা বাধা দিলে সাদ্দামের অনুসারীরা লাঠি-স্টাম্প দিয়ে তাদের ওপর হামলা করেন।

আহত একজন শিক্ষার্থী কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘তারা কক্ষে অবস্থানরত সিনিয়রদের বের করে দিয়ে জুনিয়র তুলতে চাইছিল। আমরা তাদের সাথে কথা বলে বোঝাতে যায়, কিছু সময় দাও। সিনিয়ররা কয়েক দিন পর নেমে যাবে। তখন এ নিয়ে তাদের সাথে বাগবিতণ্ডা চলে। এক পর্যায়ে তারা আমাদের ওপর হামলা করে।

’

এ বিষয়ে অভিযুক্ত সাব্বির হোসেন কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘ওখানে যারা থাকেন বর্তমানে তারা সবাই অছাত্র। ওই কক্ষে কিছু জুনিয়রের সিট অ্যালটমেন্ট দেওয়া হয়েছে। আমরা সেটি নিয়ে কথা বলতে গিয়েছিলাম। তখন তারাই আমাদের ওপর আগে আক্রমণ করে।’ আরেক অভিযুক্ত সোহান বলেন, ‘আমরা শুধু কথা বলতে গিয়েছিলাম। তখন তারাই আমাদের ওপর আগে হামলা করে।’

এ বিষয়ে হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মাসুদুর রহমান কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘বিষয়টা আমি জেনেছি। যদি বিশ্ববিদ্যালয় ও হলের নিয়মবহির্ভূত কোনো কিছু হয়ে থাকে তাহলে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’